**শিক্ষকতা পেশায় কৌশল**

মোঃ আবু আব্দুর রহমান সিদ্দিকী

সিনিয়র শিক্ষক (ইংরেজী)

জাগরণী বহুমুখী বালিকা উচ্চ বিদ্যাবীথি

নেওয়াশী, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।

আধুনিক ও বিশ্বায়নের এ যুগে পাঠদান পদ্ধতি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত হতেই হবে। বহুকাল ধরে আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় পুস্তক পাঠ ও বক্তৃতা পদ্ধতি ছিল পাঠদানে মূল সূত্র। বর্তমানে বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাদানের জন্য নানা কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে, সেই কৌশলগুলো প্রয়োগ করে যথাযথ ভাবে শিক্ষককে পাঠদান কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে। বর্তমান শিক্ষাদান পদ্ধতি হাতে কলমে উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে করতে হয়। বিষয়বস্তুর সাথে মিল রেখে শিখনফল মাফিক শিক্ষক নিজেই উপকরণ তৈরি করে শিক্ষাদান কার্য পরিচালনা করবেন। শিক্ষকতা হলো এক ধরনের সৃষ্টি ধর্মী প্রক্রিয়া, শিক্ষকতা কোনো যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভিত্তিক কর্মপরিচালনার সময় শিক্ষককে যান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হলে চলবে না। শিক্ষকের নিজস্ববুদ্ধি বিবেচনা ও চিন্তা শক্তি প্রয়োগের অবকাশ থেকে যায়। শিক্ষকতা তখনই সার্থক ও সফল হবে যখন শিক্ষার্থীর শিখন হয় সহজ ও স্বতঃস্ফুর্ত। জন্মগতভাবে ভাল শিক্ষকের সংখ্যা অতি নগণ্য। অথচ শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং জাত শিক্ষক ছাড়া আরো অনেক শিক্ষক আছেন যাদের শিক্ষাদান সর্ম্পকে যথাযথ জ্ঞানাজর্নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। তাদের জন্য পদ্ধতি সংক্রান্ত জ্ঞান অপরিহার্য। তাছাড়া ভাল শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দিলে তিনি আরো ভাল শিক্ষক হতে পারেন। তাই বৃত্তি বিচারে সকল প্রকার শিক্ষকের বিষয়বস্তু সর্ম্পকে যেমন গভীর জ্ঞানার্জন করা প্রয়োজন, তেমনি শিক্ষাদান পদ্ধতি সর্ম্পকে ব্যবহারিক গবেষণা ও নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনে আত্মনিয়োগ করা উচিত। পরিশেষে একথা বলা যায় যে, একজন আদর্শ জাত শিক্ষক তার মেধা ও মনন শক্তি খাটিয়ে বুঝতে পারবেন কোনো পদ্ধতিতে পাঠদান করলে শতভাগ সফল হবেন। ঠিক তিনি সে পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করবেন ইহাই-যথার্থ। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকের নিজস্ব কৌশল হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম কৌশল। তবে শিক্ষককে খেয়াল রাখতে হবে যে, শ্রেণি শাসন কিংবা শ্রেণি নিয়ন্ত্রণের জন্য শিক্ষার্থীদেরকে শারীরিক ও মানসিক ভাবে আঘাত বা চাপ দেয়া উচিত নয়। প্রয়োজনে বডিল্যাঙ্গগুয়েজ ব্যবহার করে শিক্ষাদান কার্যক্রমকে আনন্দ, শ্রুতিমধুর এবং প্রাঞ্জল করে তুলবেন।